গাংনীতে গণহত্যা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর – ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান মুকুলসহ বিভিন্ন সরাসরি দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

খান।

এ সময় গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ২৫শে মার্চ বাঙ্গালী জাতির জীবন সবথেকে একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ জাতির জীবনে একটা ভয়াবহ দিন এটা।এই দিনে হত্যা করা হয়েছিলো জাতির শেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখন,শিক্ষক, ছাত্র,কৃষক সহ সাধারণ মানুষের। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনগণ চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ কে পুরোপুরি ভাবে মানচিত্র থেকে মূছে ফেলতে এবং ঘুমন্ত বাঙ্গালীদের পুরোপুরি ভাবে নিঃশেষ করতে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বাঙ্গালী জাতি বীরের জাতি।গণহত্যার পরও বাঙ্গালী জাতি পিছিয়ে আসেনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব বাঙ্গালী জাতি সকল প্রকার বাঁধা কাটিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো মহান বিজয়। ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ আমরা জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন করছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা আইসিটি) কবির হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আজিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃনুরুল ইসলাম মালিক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃআবু হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবমন্দ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদ দেখা যায়নি, শুক্রবার রোজা শুরু

বাংলাদেশের আকাশেও রমজানের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আগামী শুক্রবার রোজা শুরু হবে।

বুধবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুলাল এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, দেশের আকাশে কোথাও চাঁদ দেখার খবর পাওয়া যায়নি। তাই বৃহস্পতিবার শেষ হবে শাবান মাস এবং শুক্রবার শুরু হবে রমজান।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান, ১৮ এপ্রিল দিনগত রাতে শবে কদর পালিত হবে।

আগের দিন মঙ্গলবার চাঁদ দেখা না যাওয়ায় সোদি আরবে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হবে।

সূত্র: যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঘর ও জমি পেয়ে মানুষ যখন হাসে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি সবথেকে বড় উৎসব। এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের জন্য হতে পারে না। গতকাল

বুধবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভবন থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে তিনি ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলে। সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসাথে তিনি প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দুই শতাংশ জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত উপকারভোগীরা ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হন। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোঃ শহিদুল ইসলাম, এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একসাথে এত মানুষকে গৃহ প্রদান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অদম্য সাহসী পদক্ষেপ। তার এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হয়েছে দেশের লাখ লাখ মানুষ।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ২৬ টি পরিবারের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক , চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

নবাগত রাষ্ট্রপতি মো.

সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সঙ্গে এম এ এস ইমনের সাক্ষাৎ

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুরের তরুণ রাজনীতিবিদ এম এ এস ইমন।

বুধবার রাষ্ট্রপতি সাহাবদ্দিন চুপ্পুর বাসভবনে তিনি এ সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু মেহেরপুরের রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে এম এ এস ইমনের কাছে জানতে চান এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সুবাদে এম এস ইমন তার সান্নিধ্যে ছিলেন দীর্ঘদিন।

মেহেরপুরে ভুমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের কাগজপত্র ও চাবি হস্তান্তর

মেহেরপুরে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঘর পেল আরও ১২৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

আজ বুধবার স্থানীয়ভাবে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর কাজের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তিন উপজেলা মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনীতে উপকারভোগীদের হাতে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে আয়োজিত ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এসময় সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দসহ উপজেলার ৪৭ টি উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর সদরে ৬১ ও মুজিবনগর উপজেলায় ১৫ টি পরিবারের মাঝে একই সময়ে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়। মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ৩৯৯টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ৩৯ হাজার ৩৬৫ টি ঘর প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৭টি জেলা ও ১৫৯টি উপজেলাকে ভুমহীন ও গ্রহহীন মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলাও ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলায় এপর্যন্ত ১৯৬টি ভুমিহীন ও গ্রহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হলো। পরেও যারা ভমিহীন ও গৃহহীন থাকবে তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হবে বলেও ঘোষনা দেয়া হয়েছে। ঘরের কাগজপত্র ও চাবি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন উপকার ভোগি অংসংখ্য পরিবার। সেই সাথে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের প্রসংশা করেন তারা।

অভিনেতা খালেকুজ্জামান আর নেই

মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা খালেকুজ্জামান মঙ্গলবার (২১ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর।

তথ্য নিশ্চিত করেছে অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি আহসান হাবিব নাসিম। অভিনেতার জানাজা কুর্মিটোলার একটি মসজিদে বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে।

খালেকুজ্জামানের জন্ম বগুড়ার শান্তাহারে। বাবা ডা. শামসুজ্জামান ছিলেন রেলওয়ের মেডিক্যাল অফিসার এবং মা শায়েস্তা আক্তার জামান ছিলেন গৃহিনী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য ও চারুকলা বিভাগের প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের একজন তিনি। দেশ স্বাধীনের বেশ কয়েকবছর পর খালেকুজ্জামান ১৯৭৫ সালে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পী হন। তার আগে ছাত্র জীবনের তিনি অসংখ্য মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন খালেকুজ্জামান। দেশ স্বাধীনের পর যুক্ত হন অভিনয়ে। তার অভিনীত প্রথম নাটক ‘সর্পভ্রমে রজ্জু’ বিটিভিতে প্রচার হয়েছিলো। ১৯৭৫ সালে তিনি বিটিভির তালিকাভূক্ত শিল্পী হন।

পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়িক কাজে অভিনয়ে খুব একটা নিয়মিত থাকতে পারেননি। তবে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্য বারবার ছুটে এসেছেন এই অঙ্গনে। কাজ করেছেন বহুল জনপ্রিয় নাটক ‘বড় ছেলে’সহ এই সময়ের বহু নাটকে।

এছাড়া মুরাদ পারভেজের ‘বৃহন্নলা’, শিহাব শাহীনের ‘ছুঁয়ে দিলে মন’, অনম বিশ্বাসের ‘দেবী’ সিনেমায়ও দেখা গেছে এই অভিনেতাকে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। দিবসটি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান র্যালি ও র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, চুয়াডাঙ্গার আয়োজনে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অপর্ণ শেষে বর্ণাঢ্য র্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসান চত্বর ঘুরে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে শেষ হয়। র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আজিজুর রহমান, অধ্যক্ষ,পরবর্তীতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৭ মার্চ উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও জেলা শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দর্শনায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

দর্শনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে দর্শনা রেলবাজার অবস্থিত আ.লীগের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

এরপর দলীয় কার্যালয়ে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ কোটি বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন, তার অবদান কোনদিন ভুলতে পারবে না। যার কারনে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের বাংলাদেশ দ্রুত একটি উন্নয়ন শীল দেশে পরিনত হবে। আলোচনা শেষে জাতীরজনক বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরত কামনা করে দোয়া করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর সভার নবনির্বাচিত মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর ১নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন নফর, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহসভাপতি মামুন শাহ, যুবলীগ নেতা ইকবাল হোসেন, ফারুক আহমেদ, সাইফুল ইসলাম হুকুম, আব্দুস সালাম ভুট্টু, হীরণ, হবা জোয়ার্দার, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ মল্লিক, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু, ছাত্রলীগ নেতা- রিপন, লোমান, মিল্লাত, আলামিন, প্রভাত, রায়হান, অপু সহ আ.লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান আলোচনা সভা, দেওয়াল লিখন, পুরস্কার বিতরণ, কেককাটা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

দিবসটি পালন উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় প্রথমে